দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 NOV 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ফেল করা ছাত্রদের আবেদন

আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পুরাতন সিলেবাস নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন। আমরা মনে করি, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এক বিষয়ে খারাপ করায় যারা অকৃতকার্য বলে ঘোষিত হয়েছে তাদের ঐ এক বিষয়েরই পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা হলে কর্তৃপক্ষের সমস্যা অনেকখানি লাঘব হতে পারে। তাছাড়া, এতে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা অনেক অর্থ ও সময়ের অপচয় এবং মানসিক যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাবে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তাই বিনীত নিবেদন, এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে, তাদের ঐ এক বিষয়েরই পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারটি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করুন।

—খালিদ মাহমুদ,
আদর্শ কলেজ, ঢাকা।

আমরা চাই সিদ্ধান্ত নেবার আগে যেন যথাযথ জনমত গ্রহণ করা হয়।

মোঃ মিজানুর রহমান
এডভোকেট
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।

এমএ প্রিলিমিনারী পরীক্ষার ফল

আমরা ১৯৮৪ ইং সালে বিএ (পাস কোর্স) পাস করে ১৯৮৪-৮৫ ইং শিক্ষাবর্ষে এমএ (প্রিলিমিনারী) ক্লাসে ভর্তি হই। ১৯৮৫ ইং সালে প্রিলিমিনারী ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও সেশনজটের কারণে এবং সর্বমোট পাঁচবার পরীক্ষা পিছিয়ে ১৯৮৭ ইং সালের এপ্রিল মাসে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ফল প্রকাশ হওয়ার নিয়ম থাকলেও অদ্যাবধি আমাদের ফল প্রকাশ হয়নি।

জনমত

এদিকে '৮৭ সাল শেষ হবার পথে। এ বছর ফল প্রকাশ না হলে আমরা কবে ফাইনাল ইয়ার শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হবো তা ভেবে আমরা উদ্বিগ্ন। এভাবে আমাদের চাকরীর বয়স পার করে দিয়ে দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু সব দোষ দেয়া হচ্ছে ছাত্রদের। যাই হোক, আশা করি কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে আমাদের উদ্বেগমুক্ত করবেন।

—জিয়াউর রহমান বেলাল, এম-এ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।